দৈনিক বাংলা

১৩৭

তারিখ ৪।২।৮১
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

পি সি কলেজের অধ্যক্ষের বক্তব্য

গত ২১শে জানুয়ারী বুধবার দৈনিক বাংলার জনমত কলামে পি সি কলেজে শিক্ষক সংকট শিরোনামে লিখিত একটি পত্রের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। আমি ঐ কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে এ প্রসঙ্গে কিছু বলার প্রয়োজন মনে করছি।

পি সি কলেজ বাংলাদেশের একটি ঐতিহ্যবাহী ডিগ্রী কলেজ। সম্প্রতি কলেজটি বেসরকারী থেকে সরকারী কলেজে রূপান্তরিত হয়েছে। ঐতিহ্যবাহী হলেও সুযোগ-সুবিধার সঙ্গে সমস্যাও যে নেই তা নয়। শিক্ষক সংকট তার একটি। এ বিষয়ে বিশেষ করে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, যেখানে ন্যূনপক্ষে তিনজন শিক্ষক প্রয়োজন সেখানে মাত্র একজন শিক্ষক নিয়ে আমাদের কাজ চালাতে হচ্ছে। শুধু অংক নয়, ইসলামিয়াত বিভাগেও আমাদের কলেজে কোন শিক্ষক নেই। কিন্তু এই শিক্ষক সংকটের জন্যে কোনক্রমেই কোন ব্যক্তি-বিশেষ দায়ী নয়। অন্যান্য সমস্যার মতো এ শিক্ষক সমস্যার কথা ইতিপূর্বেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে। এ জন্যে এ পর্যন্ত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি পর্যন্ত আটকে আছে তাও তাঁদের জানানো হয়েছে। এসব বিভাগে এখনো পর্যন্ত কোন শিক্ষককে আমাদের কলেজে পাঠানো হয়নি। কিন্তু এই শিক্ষক সংকটের কথা বলতে গিয়ে উক্ত পত্রে অংক বিভাগের একমাত্র শিক্ষকের বিরুদ্ধে আক্রমণ করা হয়েছে তথা শিক্ষাদানের প্রতি তাঁর একনিষ্ঠার প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে। এটা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গর্হিত। যতদূর জানি, তিনি একজন দায়িত্ব সচেতন প্রবীণ শিক্ষক। সপ্তাহে তিনি এক্শটা ক্লাস নিচ্ছেন। শুধু ক্লাস নয়, ঐ বিভাগের অন্যান্য সকল দায়িত্বও তাঁকে পালন করতে হচ্ছে। এক্ষেত্রে শিক্ষক সংকটের কথা বলতে গিয়ে তাঁকে অভিযুক্ত করা অন্যায়। প্রকৃত পক্ষে এটি শিক্ষক সংকটের ছদ্মাবরণে লিখিত ব্যক্তিগত বিদ্বেষ প্রকাশের ঘটনা মাত্র। এটা খুবই নিন্দনীয়। আমি অধ্যক্ষ হিসাবে ঐ পত্রে লিখিত অমূলক ও অবাঞ্ছিত বক্তব্যের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করছি।

মোঃ লতিফুর রহমান
অধ্যক্ষ
সরকারী পি সি কলেজ, বাগেরহাট।